দৈনিক
জনকণ্ঠ
তারিখ 19 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সংবাদপত্রের দৃষ্টিতে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায় শিবিরের কুকীর্তি, দুর্নীতি ও অপশাসন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত শিবিরের দুর্নীতি, কুকীর্তি ও অপশাসন সম্পর্কে অনে কাছে এত বেশি তথ্য আছে যে তা দিয়ে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। সংবাদ প্রকাশিত হয় না এ রকম অনেক তথ্যও অনেকে অবগত। যেমন বর্তমান উপাচার্য নি পেতে কত টাকা খরচ করেছেন? আবার তিনি সেই টাকা উদ্ধারে কী কী প্রক্রিয়া ব্যব করছেন? এ সম্পর্কে শিক্ষকদের অনেকেই অবগত আছেন। ছাত্রশিবির ভর্তি পরীক্ষার কত টাকা দাবি করেছে এবং কত পেয়েছে? নিয়োগ বাণিজ্যে তাদের দলীয় নেতাক কিভাবে সক্রিয় তার হাল হকিকত অনেকেই জানেন

মিল্টন বিশ্বাস

ট সরকারের আমলে গত পাঁচ বছরে জাতীয় ও চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতী প্রশাসনের দুর্নীতির অজস্র ঘটনা ও কাহিনী। এ সময়ে পরীক্ষার ফল জালিয়াতি, জাল সার্টিফিকেট, জাল নিয়োগপত্র ও পদোন্নতি নিয়ে দুর্নীতির অজস্র তথ্য আমাদের বিস্ময় জাগ্রত করে। যার সঙ্গে জড়িত জামায়াত শিবির শিক্ষক ও ছাত্র। হেন কুকর্ম নেই যার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত জোট সরকারের আমলের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুকীর্তির ইতিহাস আবিষ্কার করা আমাদের লক্ষ্য। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে রয়েছে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের কুক্ষিগত এক 'পুতুল উপাচার্য'। শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি ও সেক্রেটারি কট্টরপন্থী জামায়াত। দল-মত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের পরিবর্তে এদের কর্মকাণ্ড দলীয় পর্যায়ে সীমিত। প্রক্টরিয়াল বডিতে প্রক্টরসহ সকল শিক্ষক ইসলামী মৌলবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী। আইন ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ব্যতীত অন্য সকল অনুষদের ডিন জামায়াতপন্থী শিক্ষক। সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরি ছাড়া সকল সদস্য জামায়াতী মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই পরিস্থিতিতে জামায়াত-শিবিরের কাছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি। ৬/১১/২০০২ তারিখে জনকণ্ঠ পত্রিকায় লেখা হয় 'কেলেঙ্কারিতে জড়িত কিছু শিক্ষককে স্বীকৃতি দিতে চবি সিন্ডিকেট যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছে। সব কিছুই চলছে জামায়াত শিবিরের ইঙ্গিতে।' এখানে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক আচরণে চাকরিচ্যুত বাংলা বিভাগের আহমদ নুরুল ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। তাঁর 'অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ আক্রমণ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি বাংলা বিভাগের।' আরও লেখা হয় 'দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন আহমদের সঙ্গে বাসার কাজের মেয়েকে জড়িয়ে লিফলেটও ছাড়া হয়। এহেন শিক্ষককে প্রথমে চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সিন্ডিকেট।' এই মনসুর উদ্দীন আহমদ বর্তমানে কলা অনুষদের ডিন। 'জামায়াতপন্থী ও ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক জহিরুল হককে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ৫ বছর আগে চাকরিচ্যুত করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জহিরুল হককে পুনর্বাসিত করে চবি কর্তৃপক্ষ।'

জোট সরকারের আমলে পরীক্ষার ফল জালিয়াতিতে অভিযুক্ত জামায়াতপন্থী শিক্ষক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নুরুল হুদা, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আফসার আলী, এসএম আবদুল খালেক, মোজাফফর আহমদ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তৎকালে শাস্তি পেয়েও বর্তমানে পদোন্নতি নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। এরা সকলেই পাস করা ছাত্রকে ফেল ও ফেল করা ছাত্রকে পাস দেখিয়ে ফল জালিয়াতি করেন। (দৈনিক সংবাদ, ২৯/১১/২০০৪) একাডেমিক কুকর্ম সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটায় জামায়াত শিবির প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষক-ছাত্র। অনেক খুনী ছাত্রশিবির কর্মী বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। অব্যাহত শিবিরের দখলদারিত্বে বিপর্যস্ত এখানকার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৮৫ সালে ছাত্র সমাজের সভাপতি হামিদের কব্জি কাটে শিবির ক্যাডাররা। ২৮/৪/১৯৮৮ সালে পরিসংখ্যানের ২য় বর্ষের ছাত্র আমিনুল হককে খুন করে তারা। ২২/১২/১৯৯০ তারিখে তাদের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে ছাত্রমৈত্রী কর্মী ফারুকুজ্জামান মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯৪ সালের ২৯ অক্টোবর ছাত্রদল নেতা মুছাকে হত্যা করে ছাত্রশিবির। তারা হত্যা করে গণিতের ২য় বর্ষের ছাত্র বকুলকে ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ভর্তিচ্ছু আইয়ুব আলীকে হত্যা করে ১৯৯৮ সালের ৬ মে। একই সালের ১৮ মে ১ম বর্ষের ছাত্র মুশফিককে হত্যা করে। ২০ আগস্ট ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্রকে নির্মমভাবে আঘাত করে গুরুতর আহত করলে দুই দিন পরে সে মারা যায়। ২০০১ সালে ২৯ ডিসেম্বর ছাত্রলীগ নেতা মর্তুজা চৌধুরীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে ছাত্রশিবির। (দৈনিক সংবাদ, ৯/১/২০০২) এই পরিস্থিতিতে ২/২/২০০২ তারিখে জোট সরকারের উপাচার্য এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনকে বলেন : 'সমস্যা সমাধানে ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ থাকব'। (আজাদী, ৫/২/০২) কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। বরং প্রশাসনিকভাবে দলীয় চারিত্র্য আত্মপ্রকাশে শীঘ্রই সচেষ্ট হয়েছেন। ছাত্রশিবির ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা তাঁকে প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। যে ধারা বর্তমান উপাচার্য পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান উপাচার্য জামায়াত শিবির দ্বারা পরিচালিত। জোট সরকারের উপাচার্য নিয়োগের সময় চবিতে ছয় মাস ক্লাস বন্ধ থাকে। ১১/১/২০০২ তারিখে প্রথম আলোর সংবাদ 'ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে ফিরে আসার চেষ্টায় সংঘর্ষ'। প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'অচল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে।' (১৪/১/২০০২) জামায়াত শিবিরের কুকর্মের তৎপরতার জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তদন্ত কমিটিগুলোর বেশিরভাগ রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। (প্র. আ. ২৯/৮/০২) ২২/৯/২০০৪ সালের প্রথম আলোর সংবাদ থেকে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতাকর্মী ব্যাপকভাবে জামায়াতীকরণের অভিযোগে চবি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছে। ২০/৯/০৪ তারিখে 'যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক একটি দৈনিকে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে আল কায়েদা বা হামাসের সম্পর্ক খতিয়ে দেখার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয় (আজকের কাগজ)। আজকের কাগজের এই সংবাদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানে যৌথ বাহিনীর অভিযান এই দিকে পরিচালিত হলে আমরা ধন্য হতাম।

ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি ও পরীক্ষায় জালিয়াতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনায় দুর্নীতির প্রচুর নজির রয়েছে। বিশেষত আমাদের জানা মতে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ছাত্রশিবিরের পিছনে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে প্রশাসন। কারণ তাদের দখলদারিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অসহায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটায় ভর্তি নিয়ে অনিয়মের অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথম আলোতে কোটার সনদ সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ২/১০/২০০৪ তারিখে। যেখানে উপাচার্য বলেন, সনদগুলো জেনুইন কি না আমরা যাচাই করে দেখিনি। এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কেবলমাত্র জামায়াত শিবিরকে রক্ষা করার জন্য উপাচার্যের প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পরীক্ষার খাতা জালিয়াতি, সনদ জাল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অনেক ঘটনার সঙ্গে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। পরীক্ষায় জালিয়াতির জন্য ১৯৯৩ সালে চাকরিচ্যুত শিক্ষক জহিরুল হক জামায়াতপন্থী হওয়ায় পুনর্বহাল হয়েছে এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরীর সময়। (প্র. আ. ২৯/৮/০২) সনদপত্র জালিয়াতির সংবাদ পাওয়া যায় ১৭/১১/২০০২ তারিখের সংবাদে 'চবিতে সার্টিফিকেট জালিয়াতি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র' কাগজে ৩০/১০/২০০৪ তারিখে একরামুল হক ও মাসুদ মিলাত প্রথম আলোতে নিউজ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি ফয়সল মাহমুদ ফয়েজীর এলএলবির সনদ জাল। সনদ জালের পর এবার বিচারকের বয়স জাল। (প্র. আ. ৭/১১/০৪)।

সাংবাদিকতা বিভাগের শিবির নেতার ফল নিয়ে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় স্বয়ং প্রশাসন। ছাত্রশিবির নেতা মোঃ আবুল কালাম আজাদকে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য শিবির নেতারা চাপ দেয় উপাচার্যকে। সে প্রথম শ্রেণী না পাওয়ায় উপাচার্য খাতা চেয়ে পাঠান পরীক্ষা কমিটির কাছে। উপাচার্যের অবৈধ আদেশ মানতে রাজি হননি শিক্ষকরা। (প্রথম আলো, ৩/১/২০০৫) ফল জালিয়াতি মামলা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (প্র. আ. ১৩/১/২০০৫) ভর্তি ফরম বিক্রির দেড় কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়ার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় ৮/২/০৫ তারিখে প্রথম আলোতে। পুনরায় ৩০/১২/০৫ তারিখে 'জাল সনদ ও শিক্ষক নিয়োগে জামায়াতীকরণ, আলোচনার কেন্দ্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক সংবাদ পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিক্ষকের দ্বন্দ্বে ফল আটকে গেছে এক ছাত্রীর' শীর্ষক প্রথম আলোর আলোকিত চট্টগ্রামের ১৮/১/০৭ তারিখের সংবাদে দেখা যায় বাংলা বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষক এমএম রিজাউল ইসলাম অপর একজন প্রগতিশীল শিক্ষককে ফাঁসানোর জন্য জনৈক ছাত্রীর ফল আটকে রেখেছেন। এই বিষয়ে আজকের কাগজে ৯/১১/২০০৬ তারিখের সংবাদটি ছিল 'চবিতে একজন প্রগতিশীল শিক্ষককে হয়রানি করছে জামায়াতী শিক্ষকরা'। এই সংবাদে অভিযুক্ত রিজাউল সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, সে ছাত্রজীবনে পরীক্ষায় নকল করে বহিষ্কৃত হয়েছিল। এজন্য অনৈতিক কাজগুলো তার দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

দলীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি

জোট সরকারের আমলে দলীয় নিয়োগ, অবৈধ পদোন্নতি, প্রভোস্ট, হাউস টিউটর নিয়োগে জামায়াতীকরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রথম আলোতে ২/৪/০৩ তারিখে প্রকাশিত হয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে নিয়ম মানা হচ্ছে না। নিয়ম ভঙ্গ করে এই বিভাগে চারজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এদের তিনজনই জামায়াতপন্থী। চ.বি. কলেজের শিক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমান ৩টি সেকেন্ড ক্লাসধারী। উপরন্তু এমফিলে নকল করে বহিষ্কার হয়েছেন। তাকে নিয়োগ দেয়া হলে গত বছর আগস্টে সাংবাদিকতা বিভাগের এক ছাত্রীকে এই শিক্ষক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করলে ছাত্রশিবির তার পক্ষ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।

শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের অভিযোগ ওঠে ভূগোল বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে কর্মরত জামায়াত সমর্থক ইদ্রিস আলম তার ও তার স্ত্রীর আবেদনপত্র বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেই বাছাই কাজের মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে মাতব্বরি করলে। (প্র. আ. ৪/৯/২০০৪)

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক নিয়োগের ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অন্যদিকে ভূগোল বিভাগে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। (প্র. আ. ৯/৯/০৪) পদোন্নতি ও নিয়োগে দলীয়করণের অভিযোগে চবি শিক্ষক সমিতি আন্দোলন করে। (প্রথম আলো, ১২/৪/২০০৫) ২৫/৪/০৫ তারিখে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ১১টি পদের মধ্যে ১০টি জোট সরকার সমর্থিত জামায়াত শিক্ষকরা পেয়েছেন। এর কারণ হিসেবে পত্রিকা লেখে 'জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া ১৪০ শিক্ষকের ভোটেই গণেশ উল্টেছে। (প্র. আ. ২৮/৪/০৫) প্রথম আলোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ ছিল '১৮৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৬০ জনই জামায়াত সমর্থক, ৪ বছরে ৪৬৫ জনকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ।' (২৪/১২/০৬) এখানে বলা হয় বাংলা বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষক রিজাউলের অবৈধ পদোন্নতির কথা, একই সঙ্গে দর্শন বিভাগের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রীর যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার কাহিনী।

প্রহার ও হত্যা এবং ছাত্রী নিপীড়ন

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতপন্থী শিক্ষক যেমন ছাত্রজীবনে খুন করে পরবর্তী সময় ছাত্রী লাঞ্ছনার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে, তেমনি ছাত্রশিবির প্রতিপক্ষের ছাত্র সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে

অ: পৃ: